Hydroxychloroquine

- ✓ এই ঔষুধটি বিভিন্ন রোগে ব্যবহার করা যেতে পারে। মূলত এটা ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইহা SLE, Rheumatoid Arthritis, Primary Siogrea Syndrome সহ আরও কিছু রোগেও ব্যবহার করা হয়।
- ✓ এই ঔষুধ প্রতি কেজি ওজনের জন্য প্রতিদিন ৫ মিলিগ্রাম এর বেশী ব্যবহার করা উচিত নয় । কারণ এর বেশী ডোজে/ মাত্রায় ব্যবহার করলে চোখের রেটিনার ক্ষতির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মোটা মানুষের জন্য (৮০ কেজির বেশী) সর্বোচ্চ ৪০০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন দেওয়া যাবে।
- ✓ কিডনী বা লিভারের রোগে এই ঔষুধের মাত্রা কমানোর প্রয়োজন পড়ে না।এই ঔষুধের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন মাথা ঘোরা, অসংগতি, মাথাব্যাথা, অস্থিরতা, দুর্বলতা, খিঁচুনি, কানে কম শোনা, চামড়ায় ফুঁসকুড়ি, চুল পড়ে যাওয়া, চামড়ায় লাল দাগ পড়া, চুলকানী হওয়া , বমি ভাব, পেট নরম হওয়া, ওৎন কমে যাওয়া, রক্তশূণ্যতা, শ্বেতশণিকা ও অনুচক্রিকা কমে যাওয়া এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো চোখের সমস্যা দেখা যাওয়া- যেমন ঝাপসা দেখা, আলোতে যেতে সমস্যা হওয়া, চোখের রেটিনা ও মেকুলার স্থায়ী ক্ষতি হওয়া।
- ✓ যাদের হাইড্রোক্সিক্লুরোকুয়াইন বা এমাইড্রোকুইলোলিন বস্তুতে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা আছে তাদেরকে এই ঔষুধ দেয়া যাবে না।
- ✓ কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ঔষুধ দিতে গেলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে- যাদের হৃদপেশীর রোগ আছে।
- ✓ যাদের চোখের রেটিনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী এবং সতর্কতা অবলম্বন করে উক্ত ঔষুধ যদি ৫ মিলিগ্রাম/ প্রতি কেজি ওজনের মধ্যে দীর্ঘ সময় (৫ বছর বেশী) ব্যবহার করা হয় তবে রেটিনার স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়াও যারা টেমোক্সিফেন ঔষুধ ব্যবহার করে, যাদের ওজন কম এবং কিডনী ও চোখের আলোর থেকেই রেখা আছে তাদের রেটিনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। যদি ৫ মিলিগ্রাম/ প্রতি কেজির বেশী ১০ বছর এই ঔষুধটি খান তবে শতকরা ১০ ভাগ রোগীর রেটিনার ক্ষতি হবে। তাই এই ঔষুধ শুরুর প্রথম বছরে একবার চোখ পরীক্ষা (রেটিনা স্পেশালিষ্ট দিয়ে) এবং ৫ বছর পর প্রতি বছর ১ বার চোখ পরীক্ষা করতে হবে।
- ✓ কোন কোন ঔষুধের সাথে সতর্কতার সাথে খেতে হবে
- ✓ ডায়াবেটিকসের ঔষুধ, হার্টের ঔষুধ বিশেষত বিটা বুকার ড্যাশসন, টেমোক্সিফেন, মানসিক রোগের ঔষুধ।

CamScanner